International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-II, September 2014, Page No. 17-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য : ন্যায়সূত্রের আঙ্গিকে

সুমন ব্যানার্জী
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In ordinary sense Śabda means a source of knowledge. It's a type of knowledge which is derived from words and sentences. Śabdapramāna is defined as the source of valid verbal statement, but not of mere verbal statement. A verbal statement is valid when it comes from a trustworthy person (āptavākti). Except the Cārvāka, Buddhist and the Vaiśeṣika school of Indian philosophy, all the schools admit Śabda as a separat pramāna. The Vaiśeṣika's position is somewhat peculiar in this regard. The position of the Vaiśeṣika is peculiar in the sense that in spite of admitting Śabda as a pramāna they refuse to give it an independent status, but included it within another pramāna. The Nyāya-Sutrakara Maharsi Goutama has argued a lot to establish Śabda as an indipendentent pramāna. In this paper I would like to forecast Mahrsi Gautama's views in this regard according to Nyāya-Sutra, and I shall try my best to give a clear analysis Maharisis argument by which he has established Śabda as a separate pramāna.

Key words: Śabdapramāna, Vaiśeṣika, Maharsi Goutama, pramāna, Śabda

ভারতীয় দর্শনে শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা বহুমুখী। ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্বের আলোচনা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন, ভারতীয় দর্শনের অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় মীমাংসা দর্শন শব্দকে দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করলেও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে শব্দকে গুণ বলা হয়েছে। আবার ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, জৈন, বেদান্ত, ও মীমাংসা দর্শন শব্দকে যথার্থ জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছে। অন্যদিকে চার্বাক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় শব্দকে পৃথক প্রমাণের স্বীকৃতি দেয়নি। চার্বাকগণ শব্দকে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করেন। কোন কোন বৈশেষিক দার্শনিক এ বিষয়ে চার্বাকদের অনুসরণ করেন। আবার কোন কোন বৈশেষিক দার্শনিক শব্দকে অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত করেন। বৌদ্ধগণ এইসব বৈশেষিক দার্শনিকদের সাথে সহমত পোষণ করেন। চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করলেও শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে এই সকল সম্প্রদায়ের যুক্তিশৈলী ভিন্ন ভিন্ন। আবার ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, জৈন, বেদান্ত, ও মীমাংসা ও বেদান্ত সম্প্রদায় একই যুক্তি-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন তা নয়। তবে একথাও ঠিক যে, যে কোন শব্দই ভারতীয় দর্শনে প্রমাণের মর্যাদা পায় নি। ভারতীয় দর্শনে যাঁরা শব্দকে যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসাবে বা স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে মানেছেন তাঁরা শুধুমাত্র সেই শব্দের প্রামাণ্যই মেনেছেন যেগুলো আপ্তব্যক্তি কর্তৃক উক্ত। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্র অনুসরণে শব্দপ্রমাণের অতিরিক্ত প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিগুলির পর্যালোচনা করা হবে।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় সমানতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। কিন্তু উক্ত দুটি দর্শন সম্প্রদায় সমানতন্ত্র হিসেবে পরিচিত হলেও একথা বলা যায় যে শব্দপ্রমাণ সম্পর্কীত আলোচনা দুটি দর্শনে অভিন্নভাবে করা হয় নি। যে কারণে শব্দপ্রমাণ সম্পর্কীত আলোচনা দুটি দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। বৈশেষিক দার্শনিকগণ একথা স্বীকার করেন যে শব্দ শুনে আমাদের যথার্থ জ্ঞান না প্রমা উৎপন্ন হয়, কিন্তু একথা স্বীকার করেন না যে ঐ প্রমার কারণ হিসেবে শব্দপ্রমাণ মানতে হবে। শব্দ শুনে যে যথার্থ প্রমা উৎপন্ন হয় তা সময় বিশেষে প্রত্যক্ষ প্রমার অন্তর্ভুক্ত, সময় বিশেষে অনুমতির অন্তর্ভুক্ত। বৈশেষিকগণ মনে করেন শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান কখনো কখনো প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত হলেও অনুমিতিরই কুক্ষিগত। বৈশেষিক মতে শব্দকে পক্ষ করে অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ক অনুমিতি হয়।[১] অর্থাৎ শব্দজন্য যে শব্দার্থের জ্ঞান হয় তা অনুমিতি বিশেষ, এই হল বৈশেষিক মত। প্রশ্ন হতে পারে শাব্দজন্য যে শব্দার্থের জ্ঞান হয় তা অনুমিতি কেন? বৈশেষিক মতে – কারণ সেখানে শব্দার্থ অনুমেয়। আবার প্রশ্ন হতে পারে শব্দার্থ্য সেখানে অনুয়মেয় কেন? উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন – শব্দার্থ সেখানে প্রত্যক্ষ দ্বারা বোঝা যায় না, বা প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু শব্দার্থবোধ আমাদের হয়ে থাকে। সুতরাং তা নিশ্চয় অনুমানের দ্বারাই হয়ে থাকে। এছাড়া অর্থের সঙ্গে শব্দের যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবরূপ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে, তা শৈশবে বৃদ্ধব্যবহার প্রভৃতি থেকেও জানা যায়। পরবর্তীতে শব্দ শোনার পর প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবরূপ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্মরণ হয় এবং তার পরক্ষণেই পদার্থের বোধ হয়। কাজেই শাব্দবোধ অনুমিতি হওয়ায় শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত, অতিরিক্ত প্রমাণ কখনই নয়।[২]

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ঊনপঞ্চাশতম সূত্র থেকে একান্নতম সূত্র (২/১/৪৯-২/১/৫১) পর্যন্ত "শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ নয় তা অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত" এই বৈশেষিক মত উপস্থাপন করে ঐ অধ্যায়ের ঐ আহ্নিকের বাহান্নতম সূত্র থেকে পঞ্চান্নতম সূত্রে (২/১/৫২-২/১/৫৫) ঐ মত খন্ডন করেছেন।

মহর্ষি বলেছেন, "শব্দোহনুমানমর্থ্যস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ"[৩] অর্থাৎ, শাব্দবোধে বাক্যার্থের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অনুমেয়ত্বশতঃ শব্দ অনুমান। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের মত উপস্থাপিত করেছেন এভাবে - "শব্দোহনুমানং ন প্রমাণান্তরং ....."[৪] অর্থাৎ শব্দ অনুমান, শব্দ প্রমাণন্তর নয়।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুভূতি মাত্রই অনুমিতি বিশেষ, উপমিতি ও শাব্দবোধ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুভূতি তাই তা অনুমিতি বিশেষ। মহর্ষি গৌতম বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কনাদের এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে উক্ত মত উপস্থাপন করে পরে তার খন্ডন করেছেন।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের শব্দ অনুমান প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ নয় - এই মত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন - শব্দ প্রমাণ অনুমান, কারণ শব্দজন্য যে শব্দার্থের বোধ জন্মে তা অনুমিতি, ঐ শব্দার্থ সেখানে অনুমেয়। শব্দার্থ অনুমেয় কেন তা বোঝানোর জন্য মহর্ষি বলেছেন - "অর্থস্যানুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ, অর্থের অনুপলব্ধি হেতু শব্দার্থ অনুমেয়। অর্থের অনুপলব্ধি বলতে মহর্ষি এখানে বুঝিয়েছেন - প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্থের অনুপলব্ধি। শব্দার্থ যখন প্রত্যক্ষের দ্বারা বোঝা যায় না, অথচ শব্দ জন্য শব্দার্থের বোধ হয়ে থাকে, তখন অনুমানের দ্বারাই ঐ বোধ জন্মে, একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের মত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন আমাদের বিষয়ের দুই প্রকার অনুভব হয়, এক - প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব এবং দুই - পরক্ষাত্মক অনুভব। বিষয়ের পরোক্ষ যে অনুভূতি আমাদের হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, তাকে অনুমিতি বলতে হয়। কারণ যে অনুভূতির বিষয় প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি হয় না তা অনুমিতিই হয়। যেমন "গৌরস্তি" এরূপ বাক্যের দ্বারা "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো" এরূপ যে বোধ জন্মে তার বিষয় "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো" - সেখানে ঐ বাক্যের অর্থ যে বুঝেছেন তার সঙ্গেবাক্যার্থের সম্বন্ধ পরোক্ষ। ঐ বাক্যার্থ বোদ্ধা প্রত্যক্ষের দ্বারা তো বোঝেন না, সুতরাং ঐ বাক্যার্থ তাঁর অনুমেয় অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তিনি ঐ বাক্যের অর্থ বুঝে থাকেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের উক্ত মত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন - অনুমান স্থলে যেমন যথার্থ রূপে লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞান হলে তার দ্বারা পশ্চাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়, তেমনি শব্দস্থলেও যথার্থ রূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা পশ্চাত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ বোধ হওয়ায় শব্দ অনুমান প্রমাণ।[৫]

মহর্ষি গৌতম পরবর্তী সূত্রে বৈশেষিক মতের পক্ষে বলেছেন "উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাৎ"।[৬] অর্থাৎ -- যেহেতু শব্দ ও অনুমান স্তলে উপলব্ধির কোন পার্থক্য হয় না - তাই শব্দ অনুমান প্রমাণ।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মহর্ষির সূত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন শব্দ যদি অনুমান থেকে পৃথক প্রমাণ হত অর্থাৎ প্রমাণন্তর হত তাহলে তাদের উপলব্ধির ভেদ থাকত, যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে উপলব্ধির ভেদ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শব্দ জন্য যে পরোক্ষ বোধ জমে এবং অনুমান জন্য যে পরোক্ষ বোধ জন্মে ঐ দুই বোধের কোন প্রভেদ নেই - তা একই প্রকারের। সুতরাং শাব্দ ও অনুমিতি এই উভয় স্থলে উপলব্ধির ভেদ না থাকায় শব্দ অনুমান প্রমাণ, তা অনুমানের থেকে ভিন্ন কোন প্রমাণ নয়।

মহর্ষি গৌতম তাঁর পরবর্তী সূত্রে বলেছেন "সম্বন্ধাচ্চ"।[৭] মহর্ষি এই সূত্রটির দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থনে বলেছেন যে শব্দ সম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থের বোধক এজন্য শব্দ অনুমান প্রমাণ। ভাষ্যকার বলেছেন যা সম্বন্ধ যুক্ত অর্থের বোধক তাই অনুমান। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান ছাড়া শাব্দজ্ঞান হলেও অর্থবোধ হয় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে বলেই শাব্দজ্ঞান জন্য অর্থবোধ হয়। তাই বলা যায় শব্দ সম্বন্ধ যুক্ত অর্থের বোধক তাই তা অনুমান।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর ন্যায়ভাষ্যে পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের সমর্থনে শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যপক ভাব রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হলেই হেতু জ্ঞান জন্য অনুমিতি হয়। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে। অনুমান প্রমাণে ঐ হেতু সম্বন্ধ সাধ্য পদার্থেরই বোধক হয়। সুতরাং যা সম্বন্ধ বিশিষ্ট পদার্থের বোধক তা অনুমান প্রমাণ এই রূপে ব্যাপ্তি নিশ্চয় বসতঃ ঐ অনুমানের দ্বারা শব্দ অনুমান প্রমাণ একথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

শব্দকে অনুমান বলতে গেলে শাব্দবোধ স্থলে হেতু আবশ্যক এবং ঐ হেতুকে শব্দার্থ রূপ অনুমেয় বা সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আবশ্যক, নাহলে শব্দার্থবোধ অনুমিতি হতেই পারে না। একারণেই মহর্ষি পূর্বপক্ষী বৈশেষিকদের সমর্থনে উক্ত সূত্রে "সম্বন্ধ" শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রকাশ করে, শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব রূপ সম্বন্ধের প্রতিপাদন করেছেন।

মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষ উপস্থাপনের পর পূর্বপক্ষ বৈশেষিক মত খন্ডন করতে গিয়ে তাঁর ন্যায়সূত্রের ২/১/৫২ সূত্রে বলেছেন, "আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ"।[৮] অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির উপদেশের অর্থাৎ আপ্তবাক্য রূপ শব্দের সামর্থবশতঃ শব্দ থেকে অর্থের সম্প্রত্যয় বা যথার্থ বোধ হয়। মহর্ষির মতে অর্থের অনুমেয়ত্ববশতঃ শব্দ অনুমান প্রমাণ তা নয়। কারণ শব্দ জন্য যে বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধ জন্মে, তা অনুমানের দ্বারা জন্মে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলেই তার সামর্থ্যবশতঃ তার দ্বারা যথার্থ শাব্দবোধ জন্মে। কিন্তু অনুমান এরূপ কারণ জন্য নয়। অনুমিতি আপ্তবাক্য প্রযুক্ত জ্ঞান নয়। সুতরাং শব্দকে অনুমিতি বলাই যায়না। আপ্তবাক্য দ্বারা পদার্থের যথার্থ শাব্দবোধ হলে তার পরে "আমি এই শব্দের দ্বারা এই রূপে এই পদার্থকে শ্রবণ করছি, অনুমান করছি না" - এই রূপেই ঐ শাব্দবোধের মানস প্রত্যক্ষ হয়, ঐ অনুভবের অপলাপ করে শাব্দবোধকে অনুমিতি বলা যায় না।

মহর্ষি কর্তৃক উক্ত "সম্বান্ধাচ্চ" - বাক্যটির দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন - শব্দ যেহেতু সম্বন্ধ যুক্ত অর্থের তাই শব্দ অনুমান। এর পর ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঐ পূর্বক্ষণ নিরাস করার জন্য বলেছেন যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রাপ্তি সম্বন্ধ নেই, বাচ্য-বাচক ভাব সম্বন্ধই আছে। ভাষ্যকারের মতে কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রাপ্তি সম্বন্ধের উপলব্ধি

হয় না। যা কোন প্রমাণসিদ্ধ নয় তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বক্তব্য হল – শব্দ ও অর্থের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ স্বাভাবিক বা ব্যপ্তিসম্বন্ধ নয়, ঐ বাচ্য বাচক সম্বন্ধের দ্বারা শব্দ ও অর্থের ব্যপ্তি নিশ্চয় হয় না। যদি শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকতো তাহলে শব্দ ঔ অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকতে পারতো । কিন্তু তা নাই সুতরাং "সম্বন্ধাচ্চ" সূত্রোক্ত হেতুটি অসিদ্ধ।[৯]

ভাষ্যকার শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিসম্বন্ধ নেই একথা প্রতিপাদন করার জন্য বলেছেন – শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি রূপ সম্বন্ধ থাকলে তা হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা অনুমান প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হবে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোনটির দ্বারাই উপলব্ধি হয় না। ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যে প্রথমে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় না একথা প্রতিপাদন করার পর অনুমানের দ্বারাও ঐ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না একথা প্রতিপাদন করেছেন। তিনি তাঁর ভাষ্যে দেখিয়েছেন-প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি সম্বন্ধ বোঝা যায় না। তাঁর মতে একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থদ্বয়েরই প্রাপ্তিসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ গোচর হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় – এক চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অঙ্গুলিদ্বয়ের প্রাপ্তি বা সংযোগ সম্বন্ধ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু বায়ু বা বৃক্ষের প্রাপ্তিসম্বন্ধ বা সংযোগ সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ বায়ু ও বৃক্ষ এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ঠিক সেরকম শব্দ ও অর্থ এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে তার প্রাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, তা অতীন্দ্রীয়। তাই ভাষ্যকারের বক্তব্য হল শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি যোগ্য নয়।[১০]

প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিসম্বন্ধ অসিদ্ধ একথা প্রতিপাদন করার পর, অনুমানের দ্বারাও ঐ সম্বন্ধ যে অসিদ্ধ তা প্রতিপাদন করতে গিয়ে ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যে বলেছেন – "প্রাপ্তিলক্ষণে চ গৃহ্যমানে সম্বন্ধে শব্দার্থয়ো শব্দান্তিকে বাহর্থঃ স্যাৎ? অর্থান্তিকে বা শব্দঃ স্যাৎ? উভয়ং বোভয়ত্র? অর্থ খলু ভয়ং?"[১১] অর্থাৎ যদি শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমানের দ্বারা বোঝা যায় তা হলে শব্দ কি অর্থের কাছে থাকে অর্থ কি শব্দের কাছে থাকে? নাকি উভয়ই উভয়ের কাছে থাকে? এই প্রশ্নগুলি ওঠে।

ভাষ্যকার উক্ত তিন প্রকার প্রশ্ন তুলে মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত – "পূরণ-প্রদাহ পাঠনানুপপত্তেশ্চ সম্বান্ধাভাবঃ"[১২] এই সূত্রটির উল্লেখ করে ঐ তিনটি বিকল্প প্রশ্নের যে কোন সদর্থক সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। ভাষ্যকার-প্রথমে শব্দ অর্থের কাছে থাকে-এই বিকল্পটির অসিদ্ধতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন 'অন্ন', 'অগ্নি', ও 'অসি' শব্দ উচ্চারণ করলে সেখানে মুখমধ্যে ঐ অন্ন প্রভৃতি শব্দের অর্থ অন্ন অগ্নি ও খড়্গ থাকায় অন্নাদিয় দ্বারা মুখের পূরণ দাহ, ও ছেদন উপলব্ধি করি না। এ জাতীয় অনুপলব্ধি প্রমাণ করে শব্দের নিকটে অর্থ থাকে না। সুতরাং শব্দের নিকটে অর্থ থাকে এই বিকল্পটি অসিদ্ধ, তাই শব্দের নিকট অর্থ থাকে এই হেতুটির দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সমর্থন অসম্ভব। মহর্ষি গৌতম "পূরণ-প্রদাহ পটানানুপপত্তেশ্চঃ" এই বাক্যের দ্বারা শব্দের কাছে অর্থ থাকে এই বিকল্পটির অসিদ্ধতা দেখিয়েছেন।

মহর্ষি সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা স্থান ও করণের অভাবরূপ হেতু সূচনা করে অর্থের কাছে শব্দ থাকে এই বিকল্পটির অসিদ্ধতা দেখিয়েছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে যেখানে ঘটাদি অর্থ থাকে সেই ভূতলে উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি না থাকায় শব্দের উচ্চারণ হয় না, সুতরাং অর্থের কাছে শব্দ থাকে, এই বিকল্পটিও অসিদ্ধ। তাই অর্থের কাছে শব্দ থাকে এই হেতুর দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অসিদ্ধ।

যেহেতু শব্দের কাছে অর্থ থাকে, এবং অর্থের কাছে শব্দ থাকে এই দুটি হেতুই অসিদ্ধ তাই উভয়ের নিকট উভয় হয়ে থাকে এই হেতুটিও অসিদ্ধ। সুতরাং শব্দ ও অর্থ উভয়ই উভয়ের নিকট থাকে এই হেতুর দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অসিদ্ধ।[১৩]

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অসিদ্ধ হওয়ায়, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধও অসিদ্ধ। শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকলে তবেই শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ বোঝা যায়। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রমাণ সিদ্ধ নয় তাই তাদের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধও প্রমাণ সিদ্ধ নয়। সুতরাং শব্দ যে অনুমান প্রমাণের ন্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক বলে শব্দ অনুমান প্রমাণ – এই মত অসিদ্ধ। মহর্ষি শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ অস্বীকার করে শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।

শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র বিষয়ে মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মত সমীক্ষা করে আমরা দেখি তাঁরা বিশেষ বিচার পূর্বক 'শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত' – এই বৈশেষিক মত খন্ডন করে 'শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ' – এই ন্যায় মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের মতে শাব্দবোধের বিশিষ্ট করণের দ্বারা অনুমিত্যাক বোধের জন্ম হয় না, শব্দ ও অর্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই কিন্তু ব্যাপ্তিনির্ব্বাহক সম্বন্ধ ব্যতীত অনুমিতি সম্ভব হয় না। এদিক থেকেও শাব্দবোধ অনুমিতি নয়। ন্যায় মতে শব্দ ও অর্থের বাচ্য বাচক ভাব রূপ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ কোন মতেই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নয়। কারণ শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন স্থলে থাকলেও তাতে ঐ বাচ্য-বাচক ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিনির্ব্বাহক সম্বন্ধ হতে পারে না। শাব্দবোধ অনুমিতি, শব্দ অনুমান প্রমাণ, শব্দ অনুমান অতিরিক্ত প্রমাণ নয় – একথা বলা যায় না। সুতরাং শব্দ একটি অতিরিক্ত প্রমাণ একথাই স্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১। "শব্দদীনম্ অপি অনুমানে অন্তর্ভাব : সমানবিধিত্বাৎ।"
মন্ডল প্রদ্যোত কুমার সম্পাদিত বৈশেষিক দর্শন পদার্থধর্মসংগ্রহ, প্রশস্তপাদ, , পৃ : ৪৮।
২। কর গঙ্গাধর,শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, পৃ : ৫৫।
৩। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়সূত্র, গৌতম ২/১/৪৯, পৃ : ২৭৮।

৪। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ২/১/৪৯, পৃ : ২৭৮।
৫। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, পৃ : ২৮০।
৬। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়সূত্র, গৌতম ২/১/৫০, পৃ : ২৮১।
৭। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়সূত্র, গৌতম ২/১/৫১, পৃ : ২৮২।
৮। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়সূত্র, গৌতম ২/১/৫২, পৃ : ২৮৩।
৯। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ২/১/৫২, পৃ : ২৮৫।
১০। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, পৃ : ২৮৬।
১১। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, পৃ : ২৮৭।
১২। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ২/১/৫৩, পৃ : ২৮৮।
১৩। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, পৃ : ২৮৯-২৯১।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।
২। ঘোষ, রঘুনাথ ও ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, ভাস্বতী, শব্দার্থ বিচার (সম্পাদনা), এলাইড পাবলিশার্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।
৩। দাস, করুণাসিন্ধু : প্রাচীন ভারতের ভাষা দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
৪। দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
৫। ন্যায়সূত্র (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, (১ম, ২য়, ৩য়, খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১ম খন্ড ৩য় সংস্করণ ২০০৩, ২য় ও ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।
৬। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দার্থতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৯।
৭। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৮।
৮। মন্ডল, নীলিমা, শাব্দবোধে ব্যুপত্তিবাদপ্রসঙ্গ, শরৎ বুক ডিষ্টিবিউটার্স, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
৯। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স্, ২০১০।
১০। Encyclopedia of Indian Philosophy, edited by Coward, Harold. Raja,K. Kunjunni, Motilal Banarsi Dass, 1990.
১১। Goutama, Nyaya-Sutra – edited by D.P. Chattopadhyaya and M.K. Gangopadhyaya – part - i, ii,- Firma KlM Private Limited, Calcutta 1992.
১২। Goutama, Nyaya-Sutra – edited by Ganganeth Jha, Volume – i, ii, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1999.
১৩। Nyāyadarśanam, Goutama with Bhāsya and Vṛtti, Jibananda, Vidyasagar, Calcutta, 1919.
১৪। Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol. I & II New York, The Macmillan Co.,London : George Allen & Unwin Ltd.,
১৫। Tarka Saṁgraha-Dīpikā on Tarka Saṁgraha, Annambhaṭṭa: Translated and Elucidated by Gopi Nath Bhattacharya, Progressive Publishers, 1983.

***